যুগান্তর

তারিখ ... 14 SEP 2017 পৃষ্ঠা 2 কলাম 5

সোনাহাজরা ফাজিল মাদ্রাসা

নবাবগঞ্জে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ

যুগান্তর রিপোর্ট, *নবাবগঞ্জ*

ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার চুড়াইন ইউনিয়নের সোনাহাজরা মুফিজিয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ও স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সুনামের সঙ্গেই প্রতিষ্ঠানটি তার অবস্থান বজায় রেখে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু ২০১৩ সালে অধ্যক্ষ হিসেবে কেএম মাহমুদুল হাসান দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটি ঐতিহ্য ও খ্যাতি হারাতে বসেছে। ক্ষমতার অপব্যবহারসহ দলীয় প্রভাব বিস্তারের অভিযোগও রয়েছে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। এছাড়া মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ ঝিলুর প্রত্যক্ষ মদদেই এসব হচ্ছে বলে কেউ কেউ অভিযোগ করছেন।

কমিটি ও শিক্ষকরা বলছেন, তার নিয়োগ অবৈধ। তিনি উপাধ্যক্ষ ছিলেন। অধ্যক্ষ অবসরে যাওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরিচালনা কমিটি অধ্যক্ষ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিলে তিনি এ পদে পরীক্ষায় অংশ নেন। তবে সরকারি বিধি মোতাবেক উপাধ্যক্ষ হিসেবে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা না থাকলে তিনি অধ্যক্ষ পদে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন না। কিন্তু কেএম মাহমুদুল হাসান বিধি ভঙ্গ করেই কমিটির কতিপয় সদস্যের সহযোগিতায় অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পান। বিষয়টি মাদ্রাসা বোর্ড জানতে পেরে তাকে অবৈধ ঘোষণা করে। এছাড়া কেএম মাহমুদুল হাসান অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও বোর্ডের নির্দেশে তিনি এ পদে সরকারি বেতন পান না। উপাধ্যক্ষ পদে স্বাক্ষর করে বেতন তুলে নিচ্ছেন, আর প্রতিষ্ঠানের বেতন নিচ্ছেন অধ্যক্ষ হিসেবে। সূত্র জানায়, অধ্যক্ষকে প্রভাবিত করে নবাবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ ঝিলু সোনাহাজরা মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি হন।

তিনি ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রেও বেশি টাকা নিয়ে রশিদে কম টাকা উল্লেখ করেন বলেও তদন্তে বেরিয়ে আসে। এছাড়া তিনি দায়িত্ব নেয়ার সময় জনতা ব্যাংকের দুটি অ্যাকাউন্টে প্রায় ১৫ লাখ টাকার তহবিল ছিল। যা বর্তমানে ২৩ হাজার ২৭৪ টাকায় নেমে এসেছে। এসব টাকা কোন খাতে ব্যয় হয়েছে তা সংশ্লিষ্টদের অনেকেই জানেন না। এর প্রতিবাদে মাঝে মধ্যেই হচ্ছে বিক্ষোভ, মানববন্ধন ও সমাবেশ।

তবে অধ্যক্ষ কেএম মাহমুদুল হাসান বলেন, তার বিরুদ্ধে আনা এসব অভিযোগ সত্য নয়। বোর্ড তাকে বাতিল ঘোষণা করলেও উচ্চ আদালতের রায় তার পক্ষে। একজন শিক্ষক অধ্যক্ষ পদে আসীন হতেই এসব ষড়যন্ত্র। পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ ঝিলু বলেন, অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বোর্ডের যে অভিযোগ, তা তিনি উচ্চ আদালত থেকে সমাধানের চেষ্টা করছেন। তাছাড়া অর্থনৈতিক কোনো অনিয়ম থাকলে তা আমরা খতিয়ে দেখব।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................................
তারিখ.................................
সিস্টেম ম্যানেজার
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর